যুগান্তর

11 MAR 2016
তারিখ ... ~~10 MAR 2016~~ ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৬...

মুদ্রণ কাজে নতুন নীতি

পাঠ্যবই নিয়ে জটিলতা কাটছে না

মুসতাক আহমদ

পাঠ্যবই নিয়ে জটিলতা কাটছে না। সময়মতো ছাপা কাজ শেষ না হওয়া, বছরের প্রথমদিন শিক্ষার্থীদের হাতে সব বই না পৌঁছার মতো ঘটনা প্রতি বছরই ঘটছে। এছাড়া সাদা কাগজের পরিবর্তে নিউজপ্রিন্টে বই ছাপানো বা নিম্নমানের কাগজ ব্যবহার এবং কোনো রকমে বাঁধাই করে বই সরবরাহের ঘটনাও আছে। আরও আছে সিন্ডিকেট করে কাগজ সরবরাহ বা বই মুদ্রণ কাজে দর বেশি হাঁকার অভিযোগ। এছাড়া বইয়ে ভুল বানান ও অস্পষ্ট ছাপাসহ নানা ধরনের ত্রুটি, পুরনো সিলেবাসের গল্প-কবিতা জুড়ে দেয়ার মতো অভিযোগও উঠছে। সর্বশেষ সিন্ডিকেট করে চলতি বছর প্রাথমিকের বইয়ের দর কম ডাকা হয়। পাঠ্যবই নিয়ে এমন নানা জটিলতা অনেকটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এসব জটিলতা কাটাতে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেই।

বছরের শুরুতে বিলি নিয়ে শংকা

পাঠবই শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে বছরের শেষেই সাধারণত সংকট দেখা দেয়। কিন্তু এবার প্রস্তুতি পর্বেই জটিলতা দেখা দিয়েছে। সরকারের দুই মন্ত্রণালয় চাচ্ছে, এক প্রতিষ্ঠান মাত্র দুটি কাজ (লট) করতে পারবে। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় দরপত্র হলে বই মুদ্রণ কাজ আটকে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এই পদ্ধতিতে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে না। অনেক বড় প্রতিষ্ঠানই কাজে অংশ নেবে না। এমনকি বিদেশী দরদাতাও না পাওয়ার আশংকা রয়েছে। ফলে পাঠ্যবইয়ের মুদ্রণ কাজ নতুন সিন্ডিকেটের কবলে পড়তে পারে। এভাবে নতুন বছরের বই ছাপা নিয়ে গোড়াতেই অনিশ্চয়তা ও জটিলতা তৈরি হয়েছে। পাঠ্যবই মুদ্রণকারী সরকারি সংস্থা জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারাও এই আশংকার কথা জানিয়েছেন।

তবে আগামী বছরের পাঠ্যবই নিয়ে সংকট নেই বলে জানিয়েছেন এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী। তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন হচ্ছে উন্নয়ন খাতে একটি প্রতিষ্ঠান দুটির বেশি কাজ পাবে না। আমাদের প্রথম ও শেষ কথা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ীই দরপত্র আহ্বান করব। তবে প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনে ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে আলাদা পন্থা বাতলানো আছে। সে পন্থা কীভাবে অনুসরণ করা হবে— সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছি। চিঠি পাওয়ার পরই এ বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলা যাবে।'

নাম প্রকাশ না করে

জটিলতা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

জটিলতা : কাটছে না

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এনসিটিবির কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং পাঠ্যবই মুদ্রণ কাজের কয়েকজন দরদাতা বলেন, প্রাথমিক স্তরের মোট কাজ ১০০ লট। বাংলাদেশে গজ মেশিন আছে এমন প্রতিষ্ঠান ৩০টি। দুই লট করে কাজ দিলে ৬০ লট বণ্টন হবে। বাকি ৪০ লট কাজ দেয়ার প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে না। এই স্তরের কাজ আন্তর্জাতিক দরপত্রে হয়ে থাকে। ২০১০ সাল থেকে ভারতের প্রতিষ্ঠান এই দরপত্রে অংশ নেয়। কিন্তু মাত্র ২ লট কাজের জন্য ভারতীয় প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে কিনা সেই আশংকা থেকে যায়।

পাঠ্যবইয়ের কাজে এনসিটিবির সঙ্গে সংযুক্ত মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সরদার কেরামত আলী বলেন, 'আমরা চাই দেশীয় সব প্রতিষ্ঠান কাজ পাক। কিছু প্রতিষ্ঠান বেশি কাজ নিয়ে জিম্মি করার চেষ্টা করে। অনেকে সময়মতো বই দিতে পারে না। এমন ঘটনার কারণে ২০১৫ সালে আমরা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ৫৯ লাখ টাকা জরিমানা করেছি। সর্বোপরি এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন আছে। মূলত এসব কারণে মুদ্রণ কাজের ক্ষেত্রে নতুন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।'

গত বছরের ১১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী সরকারের উন্নয়ন কাজের একটি অনুশাসন দেন। এরই ভিত্তিতে ওই বছর ২৪ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সব দফতর ও অধিদফতরে চিঠি পাঠানো হয়। প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনটি হচ্ছে— 'একই প্রতিষ্ঠানের একই সঙ্গে দুটি কাজ বা লটের বেশি কাজ না দেয়া এবং একই সঙ্গে দুটি কাজ পেলে যথাসময়ে শুরু করতে পারলে এবং শেষ করবে নিশ্চিত হলে পরে আরও কাজ পাবে এরূপ বিধান সন্নিবেশ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।' এরই ভিত্তিতে নতুন বছরের পাঠ্যবইয়ের ক্ষেত্রে এক প্রতিষ্ঠান দুই কাজ নীতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে নাম প্রকাশ না করে পাঠ্যবই মুদ্রণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনেই আছে, সময়মতো কাজ শেষ করার নিশ্চয়তা থাকলে আরও কাজ দেয়া যাবে। কিন্তু ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের হাতে বই দিতে হয়। সে কারণে নির্দেশনা মতে ছাপা কাজ শুরুর পর আলাদা দরপত্রে ফের একই প্রতিষ্ঠানকে বাড়তি কাজ দিতে গেলে ১ জানুয়ারি বই দেয়া যাবে না।

এদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে ইতিমধ্যে বইয়ের দরপত্র ডাকার প্রক্রিয়া পিছিয়ে গেছে। এনসিটিবির বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০ মার্চ মাধ্যমিকের কাগজসহ বই ছাপা কাজের দরপত্র ডাকার কথা ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত দরপত্র দলিলই তৈরি করা যায়নি।